দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

অভিভাবক লাঞ্ছিত করার ঘটনা ধামাচাপার চেষ্টা করছেন সেলিম ভূঁইয়া

উপসচিবের ভূমিকা রহস্যজনক

স্টাফ রিপোর্টার

বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী সেলিম ভূঁইয়া গতকালও (সোমবার) এ কে স্কুল এন্ড কলেজে আসেননি। গত শনিবার একজন অভিভাবক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার বিচার গতকাল বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। সেলিম ভূঁইয়ার মদদপুষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ বিচারের নামে সময় ক্ষেপণ করছে এবং এ ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে বলে

পৃঃ ১১ কঃ ৮

অভিভাবক লাঞ্ছিত করার

১২-এর পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে। সূত্র জানিয়েছে, দুর্নীতিবাজ সেলিম ভূঁইয়া ও তার মদদপুষ্টরা আতংকিত অবস্থায় রয়েছেন। গতকালও এ কে স্কুল এবং এর আশপাশে থমথমে অবস্থা বিরাজ করেছে। সেলিম ভূঁইয়ার কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় দনিয়াবাসী ও অভিভাবকগণ তার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বলেছেন, তাকে আর স্কুলে আসতে দেয়া হবে না। তারা সেলিম ভূঁইয়ার প্রতি ভর্ৎসনা জানান এবং তার অপসারণ দাবী করেন। লাঞ্ছিত হওয়া চান মিঞার বিচারকার্যের দায়িত্বে থাকা মোঃ সফর আলী ইনকিলাব প্রতিবেদককে বলেন, বিচারের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। সোমবার বিচার হওয়ার কথা। কিন্তু আমাকে কেউ এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছে না। প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়াকে অনেকবার মোবাইলে ধরার চেষ্টা করেছি। সে মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে। তারপর প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তিনিও বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। সফর আলী বলেন, সেলিম ভূঁইয়া অনেক চালাক মানুষ। সে সময় ক্ষেপণ করছে এবং সকলকে ম্যানেজ করছে। তিনি জানান, ঘটনায় জড়িত সকলকে একসঙ্গে না পেলে বিচার কিভাবে করা সম্ভব হবে। তবে মঙ্গলবার সকালে দনিয়া এলাকার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে আমার বাসায় বসবো। এ ঘটনার কিভাবে একটা সুরাহা করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। অভিভাবক চান মিঞার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, বিচার আজ হয়নি। আমাকে কেউ ডাকেনি। সূত্র জানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সরকারের উপসচিব মোঃ আতাউল হকও এ ঘটনায় নীরব ভূমিকা পালন করছেন। সেলিম ভূঁইয়াকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। তিনি আজ সকালে প্রতিষ্ঠানের নবনির্বাচিত গভর্নিং বডির সদস্যদের মন্ত্রণালয়ে ডেকেছেন বলে সূত্র জানিয়েছে।